অষ্টম অধ্যায়

ভগবান কপিলদেবের সঙ্গে সগর-সন্তানদের সাক্ষাৎ

এই অষ্টম অধ্যায়ে রোহিতের বংশধরদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। রোহিত-বংশোদ্ভূত সগর রাজার উপাখ্যান এবং তাঁর পুত্রদের বিনাশের কাহিনী কপিলদেবের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

রোহিতের পুত্র হরিত এবং হরিতের পুত্র চম্প, যিনি চম্পাপুরী নামক নগরী নির্মাণ করেছিলেন। চম্পের পুত্র সুদেব, সুদেবের পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভরুক এবং ভরুকের পুত্র বৃক। বৃকের পুত্র বাহুক তাঁর শত্রুদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে পত্নীসহ বনে গমন করেন। সেখানে তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর পত্নী সহমৃতা হতে গেলে, মহর্ষি ঔর্ব তাঁকে গর্ভবতী জেনে সেই কর্ম থেকে নিবৃত্ত করেন। তাঁর সপত্নীরা ঈর্ষাবশত তাঁর অন্নের সঙ্গে বিষ প্রদান করে, কিন্তু তবুও বিষসহ তাঁর পুত্র জন্ম হয়। তাই তাঁর নাম হয় সগর (*স* মানে 'সহ' এবং *গর* মানে 'বিষ')। মহর্ষি ঔর্বের নির্দেশ অনুসারে রাজা সগর যবন, শক, হৈহয় এবং বর্বর প্রভৃতি জাতিদের সংস্কার সাধন করেন। রাজা তাদের বধ না করে প্রবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করেন। তারপর, পুনরায় মহর্ষি ঔর্বের উপদেশ অনুসারে রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যজ্ঞের অশ্ব দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত হয়। রাজা সগরের সুমতি এবং কেশিনী নামক দুই পত্নী ছিল। যজ্ঞের অশ্ব অন্বেষণ করার সময় সুমতির পুত্রেরা পৃথিবীর পৃষ্ঠ খনন করতে আরম্ভ করেন। সেই খননের ফলে যে খাত সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই পরে সাগরে পরিণত হয়। এইভাবে অন্বেষণ করতে করতে তাঁরা ভগবান কপিলদেবের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁকেই অশ্ব অপহরণকারী বলে মনে করেন। এই দুর্বুদ্ধিক্রমে তাঁরা তাঁকে আক্রমণ করেন এবং ভস্মীভূত হন। তারপর মহারাজ সগরের দ্বিতীয় পত্নী কেশিনীর পুত্র অসমঞ্জস এবং তাঁর পুত্র অংশুমান অশ্ব অন্বেষণ ও পিতৃব্যদের উদ্ধার করার জন্য নিযুক্ত হয়ে ভগবান কপিলদেবের কাছে উপস্থিত হন। কপিলদেবের সন্নিধানে

এসে অংশুমান অশ্ব এবং ভস্মের স্তূপ দেখতে পান। অংশুমান ভগবান কপিলদেবের স্তব করে তাঁর প্রভাব কীর্তন করলে, কপিলদেব তুষ্ট হয়ে তাঁকে যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে দেন। অশ্ব ফিরে পাওয়া সত্ত্বেও অংশুমানকে দণ্ডায়মান দেখে কপিলদেব বুঝতে পারেন যে, অংশুমান তাঁর পিতৃব্যদের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করছেন। তখন কপিলদেব তাঁকে উপদেশ দেন যে, গঙ্গার জলের দ্বারা তাঁর পিতৃব্যদের উদ্ধার সম্ভব। অংশুমান তখন কপিলদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে যজ্ঞের অশ্বসহ সেই স্থান ত্যাগ করেন। সগর রাজার যজ্ঞ সমাপ্ত হলে তিনি অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক ঔর্বের উপদেশ অনুসরণ করে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

হরিতো রোহিতসুতশ্চম্পস্তস্মাদ্ বিনির্মিতা ।
চম্পাপুরী সুদেবোঽতো বিজয়ো যস্য চাত্মজঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **হরিতঃ**—হরিত নামক রাজা; **রোহিত-সুতঃ**—রাজা রোহিতের পুত্র; **চম্পঃ**—চম্প নামক; **তস্মাৎ**—হরিত থেকে; **বিনির্মিতা**—নির্মিত হয়েছিল; **চম্পা-পুরী**—চম্পাপুরী নামক নগরী; **সুদেবঃ**—সুদেব নামক; **অতঃ**—তারপর (চম্প থেকে); **বিজয়ঃ**—বিজয় নামক; **যস্য**—যাঁর (সুদেবের); **চ**—ও; **আত্মজঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রোহিতের পুত্র হরিত এবং হরিতের পুত্র চম্প, যিনি চম্পাপুরী নামক নগরী নির্মাণ করেছিলেন। চম্পের পুত্র সুদেব এবং তাঁর পুত্র বিজয়।

শ্লোক ২

ভরুকস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বৃকস্তস্যাপি বাহুকঃ ।
সোঽরিভির্হৃতভূ রাজা সভার্যো বনমাবিশৎ ॥ ২ ॥

ভরুকঃ—ভরুক নামক; **তৎ-সুতঃ**—বিজয়ের পুত্র; **তস্মাৎ**—ভরুক থেকে; **বৃকঃ**—বৃক নামক; **তস্য**—তাঁর; **অপি**—ও; **বাহুকঃ**—বাহুক নামক; **সঃ**—তিনি,

রাজা; **অরিভিঃ**—শত্রুদের দ্বারা; **হৃতভূঃ**—তাঁর রাজ্য হারিয়ে; **রাজা**—রাজা (বাহুক); **স- ভার্যঃ**—তাঁর পত্নীসহ; **বনম্**—বনে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

বিজয়ের পুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক এবং বৃকের পুত্র বাহুক। রাজা বাহুকের শত্রুরা তাঁর রাজ্য অপহরণ করে নেয়, এবং তাই রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে তাঁর পত্নীসহ বনে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

বৃদ্ধং তং পঞ্চতাং প্রাপ্তং মহিষ্যনুমরিষ্যতী ।
ঔর্বেণ জানতাত্মানং প্রজাবন্তং নিবারিতা ॥ ৩ ॥

বৃদ্ধম্—তিনি বৃদ্ধ হলে; **তম্**—তাঁকে; **পঞ্চতাম্**—মৃত্যু; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হন; **মহিষী**—রাণী; **অনুমরিষ্যতী**—সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন; **ঔর্বেণ**—মহর্ষি ঔর্বের দ্বারা; **জানতা**—বুঝতে পেরে; **আত্মানম্**—রাণীর দেহ; **প্রজা-বন্তম্**—গর্ভবতী; **নিবারিতা**—নিষেধ করেছিলেন।

অনুবাদ

বৃদ্ধ বয়সে বাহুকের মৃত্যু হয়, এবং তাঁর এক পত্নী যখন সতীপ্রথা অনুসরণ করে সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন, তখন ঔর্ব মুনি তাঁকে গর্ভবতী জেনে সহমৃতা হতে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

আজ্ঞায়াস্যৈ সপত্নীভির্গরো দত্তোঽন্ধসা সহ ।
সহ তেনৈব সঞ্জাতঃ সগরাখ্যো মহাযশাঃ ।
সগরশ্চক্রবর্ত্যাসীৎ সাগরো যৎসুতৈঃ কৃতঃ ॥ ৪ ॥

আজ্ঞায়—(তা) জেনে; **অস্যৈ**—গর্ভবতী রাণীকে; **সপত্নীভিঃ**—বাহুক-পত্নীর সপত্নীদের দ্বারা; **গরঃ**—বিষ; **দত্তঃ**—প্রদান করেছিল; **অন্ধসা সহ**—তাঁর অন্নের সঙ্গে; **সহ তেন**—সেই বিষসহ; **এব**—ও; **সঞ্জাতঃ**—জন্ম হয়েছিল; **সগর-আখ্যঃ**—সগর নামক; **মহা-যশাঃ**—মহা যশস্বী; **সগরঃ**—রাজা সগর; **চক্রবর্তী**—

সম্রাট; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **সাগরঃ**—গঙ্গাসাগর নামক স্থান; **যৎ-সুতৈঃ**—যাঁর পুত্রদের দ্বারা; **কৃতঃ**—খনন করা হয়েছিল।

অনুবাদ

বাহুক-পত্নীর সপত্নীরা তাঁকে গর্ভবতী জেনে তাঁর অন্নের সঙ্গে বিষ প্রদান করেছিল, কিন্তু সেই বিষ কার্যকরী হয়নি। পক্ষান্তরে, সেই বিষসহ তাঁর পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তাই তিনি সগর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন ('গর বা বিষসহ যাঁর জন্ম হয়েছে')। সগর পরবর্তীকালে সম্রাট হয়েছিলেন। গঙ্গাসাগর নামক স্থান তাঁর পুত্রদের দ্বারা রচিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫-৬

যস্তালজঙ্ঘান্ যবনাঞ্ছকান্ হৈহয়বর্বরান্ ।
নাবধীদ্ গুরুবাক্যেন চক্রে বিকৃতবেষিণঃ ॥ ৫ ॥
মুণ্ডাঞ্ছ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকেশার্ধমুণ্ডিতান্ ।
অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোঽপরান্ ॥ ৬ ॥

যঃ—যিনি (মহারাজ সগর); **তাল-জঙ্ঘান্**—তালজঙ্ঘ নামক অসভ্য জাতি; **যবনান্**—বেদবিরোধী ব্যক্তি; **শকান্**—আর এক প্রকার নাস্তিক; **হৈহয়**—অসভ্য; **বর্বরান্**—এবং বর্বরগণ; **ন**—না; **অবধীৎ**—বধ করেন; **গুরু-বাক্যেন**—তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে; **চক্রে**—তাদের করেছিলেন; **বিকৃত-বেষিণঃ**—বিকৃতবেশী; **মুণ্ডান্**—মুণ্ডিতমস্তক; **শ্মশ্রু-ধরান্**—শ্মশ্রুধারী; **কাংশ্চিৎ**—তাদেরকেও; **মুক্ত-কেশ**—মুক্তকেশ; **অর্ধ-মুণ্ডিতান্**—অর্ধমুণ্ডিত; **অনন্তঃ-বাসসঃ**—অন্তর্বাসবিহীন; **কাংশ্চিৎ**—তাদেরকেও; **অবহিঃ-বাসসঃ**—বহির্বাসবিহীন; **অপরান্**—অন্যরা।

অনুবাদ

মহারাজ সগর তাঁর গুরুদেব ঔর্বের নির্দেশ অনুসারে তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয়, বর্বর আদি অসভ্য জাতিদের বধ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাদের বিকৃত বেশধারী করেছিলেন। তাদের মধ্যে কোন জাতিকে মুণ্ডিতমস্তক কিন্তু শ্মশ্রুধারী, কোন জাতিকে মুক্তকেশ, কোন জাতিকে অর্ধমুণ্ডিত, কোন জাতিকে অন্তর্বাসবিহীন এবং কোন জাতিকে বহির্বাসবিহীন করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ সগর তাদের বধ না করে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেশ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

সোঽশ্বমেধৈরযজত সর্ববেদসুরাত্মকম্ ।
ঔর্বোপদিষ্টযোগেন হরিমাত্মানমীশ্বরম্ ।
তস্যোৎসৃষ্টং পশুং যজ্ঞে জহারাশ্বং পুরন্দরঃ ॥ ৭ ॥

সঃ—তিনি, মহারাজ সগর; **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **অযজত**—আরাধনা করেছিলেন; **সর্ব-বেদ**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের; **সুর**—এবং সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদের; **আত্মকম্**—পরমাত্মা; **ঔর্ব-উপদিষ্ট-যোগেন**—ঔর্ব মুনির উপদেশ অনুসারে যোগ অনুশীলনের দ্বারা; **হরিম্**—ভগবানকে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বরকে; **তস্য**—তাঁর (মহারাজ সগরের); **উৎসৃষ্টম্**—নিবেদনীয়; **পশুম্**—পশু; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **জহার**—অপহরণ করেছিলেন; **অশ্বম্**—অশ্ব; **পুরন্দরঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র।

অনুবাদ

মহর্ষি ঔর্বের উপদেশ অনুসারে মহারাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা পরমেশ্বর, তত্ত্বজ্ঞদের পরমাত্মা এবং বেদবেত্তা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞে উৎসর্গ করার অশ্ব অপহরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

সুমত্যাস্তনয়া দৃপ্তাঃ পিতুরাদেশকারিণঃ ।
হয়মন্বেষমাণাস্তে সমন্তান্ন্যখনন্ মহীম্ ॥ ৮ ॥

সুমত্যাঃ তনয়াঃ—রাণী সুমতির পুত্রগণ; **দৃপ্তাঃ**—তাঁদের শক্তি এবং প্রভাবের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত; **পিতুঃ**—তাঁদের পিতা মহারাজ সগরের; **আদেশ-কারিণঃ**—আদেশ অনুসারে; **হয়ম্**—(ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত) অশ্ব; **অন্বেষমাণাঃ**—অন্বেষণ করে; **তে**—তাঁরা সকলে; **সমন্তাৎ**—সর্বত্র; **ন্যখনন্**—খনন করেছিলেন; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

(রাজা সগরের সুমতি এবং কেশিনী নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন।) বল এবং ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত সুমতির পুত্ররা তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে অপহৃত অশ্বের অন্বেষণ করতে করতে সারা পৃথিবী খনন করেছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

প্রাগুদীচ্যাং দিশি হয়ং দদৃশুঃ কপিলান্তিকে ।
এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচনঃ ॥ ৯ ॥
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইতি ষষ্টিসহস্রিণঃ ।
উদায়ুধা অভিযযুরুন্মিমেষ তদা মুনিঃ ॥ ১০ ॥

প্রাক্-উদীচ্যাম্—উত্তর-পূর্বদিকে; **দিশি**—দিকে; **হয়ম্**—অশ্ব; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখেছিলেন; **কপিল-অন্তিকে**—কপিল মুনির আশ্রমের নিকটে; **এষঃ**—এখানে; **বাজি-হরঃ**—অশ্ব অপহরণকারী; **চৌরঃ**—চোর; **আস্তে**—রয়েছে; **মিলিত লোচনঃ**—মুদ্রিত নয়ন; **হন্যতাম্ হন্যতাম্**—একে হত্যা কর, হত্যা কর; **পাপঃ**—অত্যন্ত পাপী; **ইতি**—এইভাবে; **ষষ্টি-সহস্রিণঃ**—সগরের ষাট হাজার পুত্র; **উদায়ুধাঃ**—তাঁদের অস্ত্র উত্তোলন করে; **অভিযযুঃ**—অভিমুখে ধাবিত হয়েছিলেন; **উন্মিমেষ**—তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন; **তদা**—তখন; **মুনিঃ**—কপিল মুনি।

অনুবাদ

তারপর, উত্তর-পূর্বদিকে কপিল মুনির আশ্রমের সন্নিকটে তাঁরা অশ্বটিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তখন তাঁরা বলেছিলেন, "এই ব্যক্তিটিই অশ্ব অপহরণকারী চোর। সে চক্ষু মুদ্রিত করে রয়েছে। এই মহাপাপীকে হত্যা কর! হত্যা কর!" এইভাবে চিৎকার করতে করতে সগরের ষাট হাজার পুত্র তাঁদের অস্ত্র উদ্যত করে কপিল মুনির অভিমুখে ধাবিত হয়েছিলেন। মুনি তখন তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন।

শ্লোক ১১

স্বশরীরাগ্নিনা তাবন্মহেন্দ্রহৃতচেতসঃ ।
মহদ্ব্যতিক্রমহতা ভস্মসাদভবন্ ক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥

স্ব-শরীর-অগ্নিনা—তাঁদের নিজেদের দেহনির্গত অগ্নির দ্বারা; **তাবৎ**—তৎক্ষণাৎ; **মহেন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্রের চাতুরীতে; **হৃত-চেতসঃ**—তাঁদের চেতনা অপহৃত হয়েছিল; **মহৎ**—মহাত্মা; **ব্যতিক্রম-হতাঃ**—অপরাধ-জনিত দোষের দ্বারা পরাভূত হয়ে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **অভবন্**—হয়েছিলেন; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রভাবে সগর পুত্রদের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল এবং তাই তাঁরা একজন মহাপুরুষকে অশ্রদ্ধা করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের নিজেদের শরীরের অগ্নির দ্বারা তাঁরা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

জড় দেহটি হচ্ছে মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশের সমন্বয়। দেহে অগ্নি রয়েছে, এবং আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, কখনও এই আগুনের তাপ বর্ধিত হয় এবং কখনও হ্রাস পায়। মহারাজ সগরের পুত্রদের দেহের অগ্নি এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে, তাঁরা সেই তাপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। একজন মহাত্মার প্রতি অপরাধ করার ফলে, তাঁদের দেহের তাপ এইভাবে বর্ধিত হয়েছিল। এই প্রকার অপরাধকে বলা হয় *মহদ্ব্যতিক্রম*। একজন মহাপুরুষকে অপমান করার ফলে, তাঁরা এইভাবে তাঁদের নিজেদের দেহের অগ্নির দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জিতা
নৃপেন্দ্রপুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি ।
কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে
জগৎপবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ ॥ ১২ ॥

ন—না; **সাধু-বাদঃ**—বিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত; **মুনি-কোপ**—কপিল মুনির ক্রোধের দ্বারা; **ভর্জিতাঃ**—ভস্মীভূত হয়েছিলেন; **নৃপেন্দ্র-পুত্রাঃ**—মহারাজ সগরের পুত্রগণ; **ইতি**—এইভাবে; **সত্ত্ব-ধামনি**—শুদ্ধসত্ত্বময় কপিল মুনির; **কথম্**—কিভাবে; **তমঃ**—তমোগুণ; **রোষ-ময়ম্**—ক্রোধরূপে প্রকাশিত; **বিভাব্যতে**—সম্ভব হতে পারে; **জগৎ-পবিত্র-আত্মনি**—যাঁর শরীর সমগ্র জগৎ পবিত্র করতে পারে; **খে**—আকাশে; **রজঃ**—ধূলি; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন, মহারাজ সগরের পুত্রেরা কপিল মুনির চোখ থেকে নির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী তত্ত্ববেত্তা পুরুষেরা সেই কথা

অনুমোদন করেন না, কারণ কপিল মুনির দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়। অতএব সেই দেহে তমোগুণ-জনিত ক্রোধের প্রকাশ হতে পারে না। ঠিক যেমন নির্মল আকাশ কখনও পৃথিবীর ধূলির দ্বারা কলুষিত হতে পারে না।

শ্লোক ১৩

যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌ-
র্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যয়ম্ ।
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ
পরাত্মভূতস্য কথং পৃথঙ্মতিঃ ॥ ১৩ ॥

যস্য—যাঁর দ্বারা; **ঈরিতা**—প্রবর্তিত হয়েছে; **সাংখ্য-ময়ী**—সাংখ্যরূপ দর্শন; **দৃঢ়া**—সুদৃঢ় (এই জড় জগৎ থেকে জীবদের উদ্ধার করার জন্য); **ইহ**—এই জড় জগতে; **নৌঃ**—নৌকা; **যয়া**—যার দ্বারা; **মুমুক্ষুঃ**—মুক্তিকামী; **তরতে**—উত্তীর্ণ হতে পারে; **দুরত্যয়ম্**—দুরতিক্রম্য; **ভব-অর্ণবম্**—ভবসমুদ্র; **মৃত্যু-পথম্**—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তস্বরূপ সংসার-মার্গ; **বিপশ্চিতঃ**—তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের; **পরাত্ম-ভূতস্য**—যিনি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন; **কথম্**—কিভাবে; **পৃথক্-মতিঃ**—(শত্রু এবং মিত্রের) ভেদদৃষ্টি।

অনুবাদ

কপিল মুনি এই জড় জগতে সাংখ্য-দর্শন প্রবর্তন করেছেন, যা ভবসমুদ্র পার হওয়ার এক সুদৃঢ় নৌকা সদৃশ। বস্তুতপক্ষে, যে ব্যক্তি এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে আগ্রহী, তিনি এই দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। অতএব, চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত এই প্রকার একজন তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের পক্ষে শত্রু-মিত্রের ভেদদৃষ্টি কিভাবে সম্ভব?

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন, তিনি সর্বদাই প্রসন্নাত্মা। তিনি এই জড় জগতের ভাল-মন্দের ভ্রান্ত ভেদদৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই, এই প্রকার মহাত্মা *সমঃ সর্বেষু ভূতেষু*—সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, এবং তিনি কখনও শত্রু-মিত্রের ভেদ দর্শন করেন না। যেহেতু তিনি চিন্ময় স্তরে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাই তাঁকে বলা হয় *পরাত্মভূত* বা *ব্রহ্মভূত*। অতএব, সগর মহারাজের পুত্রদের প্রতি কপিল মুনি মোটেই ক্রুদ্ধ হননি। পক্ষান্তরে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের দেহস্থ অগ্নির তাপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

যোঽসমঞ্জস ইত্যুক্তঃ স কেশিন্যা নৃপাত্মজঃ ।
তস্য পুত্রোঽংশুমান্ নাম পিতামহহিতে রতঃ ॥ ১৪ ॥

যঃ—সগর মহারাজের এক পুত্র; **অসমঞ্জসঃ**—যাঁর নাম ছিল অসমঞ্জস; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত; **সঃ**—তিনি; **কেশিন্যাঃ**—সগর মহারাজের অপর পত্নী কেশিনীর গর্ভে; **নৃপ-আত্মজঃ**—রাজার পুত্র; **তস্য**—তাঁর (অসমঞ্জসের); **পুত্রঃ**—পুত্র; **অংশুমান্ নাম**—অংশুমান নামক; **পিতামহ-হিতে**—তাঁর পিতামহ সগর মহারাজের মঙ্গল অনুষ্ঠানে; **রতঃ**—সর্বদা যুক্ত।

অনুবাদ

সগর মহারাজের অসমঞ্জস নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর জন্ম হয়েছিল রাজার দ্বিতীয় পত্নী কেশিনীর গর্ভে। অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান, এবং তিনি সর্বদা তাঁর পিতামহ সগর মহারাজের মঙ্গল অনুষ্ঠানে রত থাকতেন।

শ্লোক ১৫-১৬

অসমঞ্জস আত্মানং দর্শয়ন্নসমঞ্জসম্ ।
জাতিস্মরঃ পুরা সঙ্গাদ্ যোগী যোগাদ্ বিচালিতঃ ॥ ১৫ ॥
আচরন্ গর্হিতং লোকে জ্ঞাতীনাং কর্ম বিপ্রিয়ম্ ।
সরয্বাং ক্রীড়তো বালান্ প্রাস্যদুদ্বেজয়ঞ্জনম্ ॥ ১৬ ॥

অসমঞ্জসঃ—সগর মহারাজের পুত্র; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **অসমঞ্জসম্**—অত্যন্ত উদ্বেগ সৃষ্টিকারী; **জাতি-স্মরঃ**—তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণে সক্ষম; **পুরা**—পূর্বে; **সঙ্গাৎ**—অসৎ সঙ্গের ফলে; **যোগী**—মহান যোগী হওয়া সত্ত্বেও; **যোগাৎ**—যোগ থেকে; **বিচালিতঃ**—অধঃপতিত হন; **আচরন্**—আচরণ করে; **গর্হিতম্**—নিন্দিত; **লোকে**—সমাজে; **জ্ঞাতীনাম্**—তাঁর আত্মীয়দের; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **বিপ্রিয়ম্**—মোটেই অনুকূল নয়; **সরয্বাম্**—সরযূ নদীতে; **ক্রীড়তঃ**—ক্রীড়া রত; **বালান্**—বালকদের; **প্রাস্যৎ**—নিক্ষেপ করতেন; **উদ্বেজয়ন্**—উদ্বেগ প্রদান করে; **জনম্**—জনসাধারণকে।

অনুবাদ

অসমঞ্জস তাঁর পূর্বজন্মে এক মহান যোগী ছিলেন, কিন্তু অসৎ সঙ্গের প্রভাবে তিনি যোগভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হন। এই জন্মে তিনি জাতিস্মর হয়ে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেকে দুরাত্মা বলে প্রতিপন্ন করার জন্য এমনভাবে আচরণ করতেন যে, জনসাধারণ এবং আত্মীয়-স্বজনের চক্ষে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। তিনি ক্রীড়ারত বালকদের উদ্বেগ সৃষ্টি করে সরযূ নদীর জলে নিক্ষেপ করতেন।

শ্লোক ১৭

এবং বৃত্তঃ পরিত্যক্তঃ পিত্রা স্নেহমপোহ্য বৈ ।
যোগৈশ্বর্যেণ বালাংস্তান্ দর্শয়িত্বা ততো যযৌ ॥ ১৭ ॥

এবম্ বৃত্তঃ—এইভাবে (নিন্দনীয় কার্যকলাপে) যুক্ত হওয়ায়; **পরিত্যক্তঃ**—পরিত্যক্ত; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **স্নেহম্**—স্নেহ থেকে; **অপোহ্য**—ত্যাগ করে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **যোগ-ঐশ্বর্যেণ**—যোগবিভূতির দ্বারা; **বালান্ তান্**—সেই সমস্ত বালকদের (জলে নিক্ষেপ করায় যাদের মৃত্যু হয়েছিল); **দর্শয়িত্বা**—পুনরায় তাদের পিতৃবর্গকে দর্শন করিয়ে; **ততঃ যযৌ**—তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

অসমঞ্জস এই প্রকার দুরাচারে রত হওয়ায় তাঁর পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। অসমঞ্জস যোগবিভূতি বলে সরযূ নদীতে নিক্ষিপ্ত মৃত বালকদের পুনরুজ্জীবিত করে, রাজাকে ও সেই বালকদের পিতৃবর্গকে তাদের প্রদর্শন করিয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অসমঞ্জস ছিলেন জাতিস্মর; তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর পূর্ব জন্মের কথা বিস্মৃত হননি। এইভাবে তিনি যোগবিভূতির বলে মৃতদের জীবন দান করতে পারতেন। মৃত শিশুদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ প্রদর্শন করে তিনি অবশ্যই রাজা এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

অযোধ্যাবাসিনঃ সর্বে বালকান্ পুনরাগতান্ ।
দৃষ্ট্বা বিসিস্মিরে রাজন্ রাজা চাপ্যন্বতপ্যত ॥ ১৮ ॥

অযোধ্যা-বাসিনঃ—অযোধ্যাবাসীদের; **সর্বে**—সমস্ত; **বালকান্**—তাঁদের পুত্রদের; **পুনঃ**—পুনরায়; **আগতান্**—জীবন ফিরে পেয়েছে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বিসিস্মিরে**—অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রাজা**—মহারাজ সগর; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্বতপ্যত**—(তাঁর পুত্রের জন্য) অত্যন্ত অনুতাপ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অযোধ্যাবাসীরা যখন দেখলেন যে, তাঁদের পুত্ররা পুনর্জীবিত হয়েছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। মহারাজ সগরও তাঁর পুত্রের জন্য গভীরভাবে শোক করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

অংশুমাংশ্চোদিতো রাজ্ঞা তুরগান্বেষণে যযৌ ।
পিতৃব্যখাতানুপথং ভস্মান্তি দদৃশে হয়ম্ ॥ ১৯ ॥

অংশুমান্—অসমঞ্জসের পুত্র; **চোদিতঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **তুরগ**—অশ্ব; **অন্বেষণে**—অন্বেষণ করতে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **পিতৃব্য-খাত**—তাঁর পিতৃব্যদের দ্বারা যেভাবে বর্ণিত হয়েছিল; **অনুপথম্**—সেই পথ অনুসরণ করে; **ভস্ম-অন্তি**—ভস্মস্তূপের নিকটে; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **হয়ম্**—অশ্ব।

অনুবাদ

তারপর, মহারাজ সগরের পৌত্র অংশুমান রাজার আদেশে অশ্বটি খুঁজতে গিয়েছিলেন। তাঁর পিতৃব্যরা যে পথে গমন করেছিলেন, অংশুমান সেই পথে অনুগমন করে ভস্মস্তূপের নিকটে অশ্বটি দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

তত্রাসীনং মুনিং বীক্ষ্য কপিলাখ্যমধোক্ষজম্ ।
অস্তৌৎ সমাহিতমনাঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো মহান্ ॥ ২০ ॥

তত্র—সেখানে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **মুনিম্**—মুনিকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কপিল-আখ্যম্**—কপিল মুনি নামক; **অধোক্ষজম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার; **অস্তৌৎ**—স্তব করেছিলেন; **সমাহিত-মনাঃ**—সমাহিত চিত্তে; **প্রাঞ্জলিঃ**—করজোড়ে; **প্রণতঃ**—প্রণাম করেছিলেন; **মহান্**—মহাত্মা অংশুমান।

অনুবাদ

মহাত্মা অংশুমান অশ্বের নিকটে উপবিষ্ট বিষ্ণুর অবতার কপিল নামক মুনিকে দর্শন করেছিলেন। অংশুমান তখন প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থির চিত্তে মুনির স্তব করেছিলেন।

শ্লোক ২১

অংশুমানুবাচ

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোঽজনো
ন বুধ্যতেঽদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ ।
কুতোঽপরে তস্য মনঃশরীরধী-
বিসর্গসৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ ॥ ২১ ॥

অংশুমান্ উবাচ—অংশুমান বললেন; **ন**—না; **পশ্যতি**—দেখতে পারেন; **ত্বাম্**—আপনাকে; **পরম্**—পরম; **আত্মনঃ**—জীবতত্ত্ব আমাদের; **অজনঃ**—ব্রহ্মা; **ন**—না; **বুধ্যতে**—বুঝতে পারেন; **অদ্য অপি**—আজও; **সমাধি**—সমাধির দ্বারা; **যুক্তিভিঃ**—অথবা যুক্তির দ্বারা; **কুতঃ**—কিভাবে; **অপরে**—অন্যরা; **তস্য**—তার; **মনঃ-শরীরধী**—যে ব্যক্তি তার দেহ অথবা মনকে তার স্বরূপ বলে মনে করে; **বিসর্গ-সৃষ্টাঃ**—এই জড় জগতে সৃষ্ট জীব; **বয়ম্**—আমরা; **অপ্রকাশাঃ**—দিব্যজ্ঞান ব্যতীত।

অনুবাদ

অংশুমান বললেন—হে ভগবান! ব্রহ্মাও আজ পর্যন্ত সমাধির দ্বারা অথবা যুক্তির দ্বারা আপনাকে বুঝতে সমর্থ হননি। অতএব দেবতা, পশু, মানুষ, পক্ষী এবং জন্তু আদি রূপে ব্রহ্মার সৃষ্ট আমাদের আর কি কথা? আমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তাই, কিভাবে চিন্ময় আপনাকে আমরা জানতে পারব?

তাৎপর্য

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

"হে ভারত, হে পরন্তপ, অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ থেকে দ্বন্দ্বভাবের উদ্ভব হয়। তারই প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/২৭) এই জড় জগতে সমস্ত জীবেরাই প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত। এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তেমনই, দেবতারা সাধারণত রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং দেবতাদের থেকে নিকৃষ্ট মানুষ, পশু আদি প্রাণীরা তমোগুণের দ্বারা অথবা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের মিশ্রণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই অংশুমান বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন যে, তাঁর পিতৃব্যরা যাঁরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন, তাঁরা জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন ছিলেন এবং তাই তাঁরা ভগবান কপিলদেবকে চিনতে পারেননি। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "যেহেতু আপনি ব্রহ্মারও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বুদ্ধিমত্তার অতীত, তাই আপনার কৃপায় জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে আপনাকে জানা সম্ভব হবে না।"

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

"হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্মের লেশমাত্র কৃপার দ্বারা অনুগৃহীত হন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও, আপনাকে জানতে পারে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/২৯) ভগবানের কৃপার দ্বারা যাঁরা অনুগৃহীত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানকে জানতে পারেন; অন্যরা তাঁকে জানতে পারে না।

শ্লোক ২২

যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানা
গুণান্ বিপশ্যন্ত্যুত বা তমশ্চ ।
যন্মায়য়া মোহিতচেতসস্ত্বাং
বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃপ্রকাশাঃ ॥ ২২ ॥

যে—যারা; **দেহ-ভাজঃ**—জড় দেহ ধারণ করেছে; **ত্রি-গুণ-প্রধানাঃ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রকাশ; **বিপশ্যন্তি**—কেবল দর্শন করতে পারে; **উত**—বলা হয়েছে; **বা**—অথবা; **তমঃ**—তমোগুণ; **চ**—এবং; **যৎ-মায়য়া**—যাঁর মায়ার দ্বারা; **মোহিত**—মোহাচ্ছন্ন হয়েছে; **চেতসঃ**—যার হৃদয়; **ত্বাম্**—আপনি; **বিদুঃ**—জানেন; **স্ব-সংস্থম্**—নিজের দেহে অবস্থিত; **ন**—না; **বহিঃ-প্রকাশাঃ**—যারা কেবল বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রকাশ দর্শন করতে পারে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সম্যক্‌রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, কিন্তু জড় দেহের আবরণে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব আপনাকে দর্শন করতে পারে না। কারণ তারা জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত। তাদের বুদ্ধি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, তারা কেবল প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই দর্শন করতে পারে। তমোগুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, জীব জাগ্রতই থাকুক অথবা নিদ্রিতই থাকুক, কেবল জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াই দর্শন করতে পারে। তারা কখনই আপনাকে দর্শন করতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু, বদ্ধ জীব যেহেতু জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তাই সে কেবল প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই দর্শন করে। ভগবানকে কখনও দর্শন করতে পারে না। তাই অন্তরে এবং বাইরে পবিত্র হওয়া অবশ্য কর্তব্য—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা ।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

বাইরের শুচিতার জন্য দিনে তিনবার স্নান করা উচিত, এবং অন্তরের শুচিতার জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ ও কীর্তনের দ্বারা হৃদয় নির্মল করা উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যরা সর্বদা এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন (*বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ*)। তা হলে একদিন ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যাবে।

শ্লোক ২৩

তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাব-
প্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ ।
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভির্বিভাব্যং
কথং বিমূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি ॥ ২৩ ॥

তম্—সেই পুরুষ; **ত্বাম্**—আপনি; **অহম্**—আমি; **জ্ঞান-ঘনম্**—শুদ্ধ জ্ঞানময় আপনি; **স্বভাব**—আপনার চিন্ময় প্রকৃতির দ্বারা; **প্রধ্বস্ত**—কলুষমুক্ত; **মায়া-গুণ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা; **ভেদ-মোহৈঃ**—ভেদভাবের মোহ প্রদর্শনের দ্বারা; **সনন্দন-আদ্যৈঃ**—সনক, সনাতন, সনৎকুমার, সনন্দন আদি ব্যক্তিদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—এই প্রকার মহান ঋষিদের দ্বারা; **বিভাব্যম্**—পূজনীয়; **কথম্**—কিভাবে; **বিমূঢ়ঃ**—জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মূঢ় হয়ে; **পরিভাবয়ামি**—আমি কিভাবে আপনাকে চিন্তা করব।

অনুবাদ

হে ভগবান! জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত চতুঃসনদের মতো (সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার) মহর্ষিরা আপনার শুদ্ধ জ্ঞানময় মূর্তি চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে আপনাকে চিন্তা করবে?

তাৎপর্য

স্বভাব শব্দটি চিন্ময় প্রকৃতি বা স্বরূপকে ইঙ্গিত করেছে। জীব যখন তার স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬)। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই জীব ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থিত হয়। চতুঃসন এবং নারদ হচ্ছেন তার দৃষ্টান্ত। এই প্রকার মহাজনেরা স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি যে বদ্ধ জীবাত্মা, সে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৫) তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*—মানুষের কর্তব্য জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, সে কখনও ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ২৪

প্রশান্ত মায়াগুণকর্মলিঙ্গ-
মনামরূপং সদসদ্বিমুক্তম্ ।
জ্ঞানোপদেশায় গৃহীতদেহং
নমামহে ত্বাং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৪ ॥

প্রশান্ত—হে প্রশান্ত; **মায়া-গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **কর্ম-লিঙ্গম্**—সকাম কর্মের দ্বারা লক্ষণীভূত; **অনাম-রূপম্**—যাঁর কোন জড় নাম অথবা রূপ নেই; **সৎ-অসৎ-বিমুক্তম্**—জড়া প্রকৃতির কার্য-কারণের অতীত; **জ্ঞান-উপদেশায়**—(*ভগবদ্গীতার* মতো) দিব্যজ্ঞান বিতরণ করার জন্য; **গৃহীত-দেহম্**—জড় দেহের মতো আপনার মূর্তি প্রকাশ করেছেন; **নমামহে**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ত্বাম্**—আপনাকে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **পুরাণম্**—আদি।

অনুবাদ

হে প্রশান্ত! যদিও জড়া প্রকৃতি, কর্ম এবং জড় নাম ও রূপ সমস্ত আপনারই সৃষ্টি, তবুও আপনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই আপনার দিব্য নাম জড় নাম থেকে ভিন্ন, এবং আপনার রূপ জড় রূপ থেকে ভিন্ন। ভগবদ্গীতার মতো দিব্যজ্ঞান উপদেশ দেওয়ার জন্য আপনি জড় দেহের মতো রূপ ধারণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি পুরাণ পুরুষ। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীল যামুনাচার্য *স্তোত্ররত্নে* (৪৩) এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥

"নিরন্তর আপনার সেবা করার ফলে, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে প্রশান্ত হওয়া যায়। কবে আমি আপনার নিত্য দাসরূপে আপনার সেবায় যুক্ত হয়ে, আপনার মতো একজন প্রভু লাভ করার আনন্দ নিরন্তর অনুভব করব?"

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ—যে ব্যক্তি মানসিক স্তরে আচরণ করে, তাকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের স্তরে অধঃপতিত হতে হয়। ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে কিন্তু কোন রকম জড় কলুষ নেই। তাই ভগবানকে *প্রশান্ত* বলে সম্বোধন করা হয়েছে—জড় জগতের সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্ত। ভগবানের কোনও জড় নাম বা রূপ নেই; মূর্খেরাই কেবল মনে করে ভগবানের নাম এবং রূপ জড় (*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। ভগবানের পরিচয় হচ্ছে যে, তিনি আদি পুরুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা মূর্খ, তারা মনে করে ভগবান নিরাকার। জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান নিরাকার, কিন্তু তাঁর চিন্ময় রূপ রয়েছে—তিনি *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*।

শ্লোক ২৫

ত্বন্মায়ারচিতে লোকে বস্তুবুদ্ধ্যা গৃহাদিষু ।
ভ্রমন্তি কামলোভের্ষ্যামোহবিভ্রান্তচেতসঃ ॥ ২৫ ॥

ত্বৎ-মায়া—আপনার মায়ার দ্বারা; **রচিতে**—রচিত; **লোকে**—এই জগতে; **বস্তু-বুদ্ধ্যা**—বাস্তব বলে মনে করে; **গৃহ-আদিষু**—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ইত্যাদিতে; **ভ্রমন্তি**—ভ্রমণ করে; **কাম**—কামের দ্বারা; **লোভ**—লোভের দ্বারা; **ঈর্ষ্যা**—ঈর্ষার দ্বারা; **মোহ**—এবং মোহের দ্বারা; **বিভ্রান্ত**—বিভ্রান্ত; **চেতসঃ**—হৃদয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! যাদের হৃদয় কাম, লোভ, ঈর্ষা এবং মোহের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা কেবল আপনার মায়া রচিত গৃহের প্রতি আসক্ত। গৃহ, স্ত্রী, পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে তারা নিরন্তর এই জড় জগতে ভ্রমণ করে।

শ্লোক ২৬

অদ্য নঃ সর্বভূতাত্মন্ কামকর্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।
মোহপাশো দৃঢ়শ্ছিন্নো ভগবংস্তব দর্শনাৎ ॥ ২৬ ॥

অদ্য—আজ; **নঃ**—আমাদের; **সর্ব-ভূত-আত্মন্**—হে সর্বভূতের অন্তর্যামী; **কাম-কর্ম-ইন্দ্রিয়-আশয়ঃ**—কাম, কর্ম এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **মোহ-পাশঃ**—মোহের বন্ধন; **দৃঢ়ঃ**—অত্যন্ত কঠিন; **ছিন্নঃ**—খণ্ডিত; **ভগবন্**—হে ভগবান; **তব দর্শনাৎ**—কেবল আপনার দর্শনের ফলে।

অনুবাদ

হে সর্বান্তর্যামী! হে ভগবান, কেবল আপনার দর্শনের ফলে আমি দুস্ত্যাজ্য মায়া এবং ভব-বন্ধনের মূলস্বরূপ কামবাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছি।

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং গীতানুভাবস্তং ভগবান্ কপিলো মুনিঃ ।
অংশুমন্তমুবাচেদমনুগ্রাহ্য ধিয়া নৃপ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইত্থম্—এইভাবে; গীত-অনুভাবঃ—যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়েছে; তম্—তাঁকে; ভগবান্—ভগবান; কপিলঃ—কপিল নামক; মুনিঃ—মহান ঋষি; অংশুমন্তম্—অংশুমানকে; উবাচ—বলেছিলেন; ইদম্—এই; অনুগ্রাহ্য—অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে; ধিয়া—জ্ঞানমার্গের দ্বারা; নৃপ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অংশুমান যখন এইভাবে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুর শক্তিশালী অবতার মহর্ষি কপিল তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে তাঁকে জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

অশ্বোঽয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপশুস্তব ।
ইমে চ পিতরো দগ্ধা গঙ্গাম্ভোঽর্হন্তি নেতরৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান কপিল মুনি বললেন; অশ্বঃ—অশ্ব; অয়ম্—এই; নিয়তাম্—গ্রহণ কর; বৎস—হে বৎস; পিতামহ—তোমার পিতামহ; পশুঃ—এই পশু; তব—তোমার; ইমে—এই সমস্ত; চ—ও; পিতরঃ—পূর্বপুরুষদের দেহ; দগ্ধাঃ—ভস্মীভূত হয়েছে; গঙ্গা-অম্ভঃ—গঙ্গার জল; অর্হন্তি—রক্ষা করতে পারে; ন—না; ইতরৎ—অন্য কোনও উপায়ে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে অংশুমান, তোমার পিতামহের যজ্ঞের পশু এই অশ্বটিকে গ্রহণ কর। তোমার ভস্মীভূত পিতৃব্যরা কেবল গঙ্গার জলের দ্বারাই উদ্ধার লাভ করতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে নয়।

শ্লোক ২৯

তং পরিক্রম্য শিরসা প্রসাদ্য হয়মানয়ৎ ।
সগরস্তেন পশুনা যজ্ঞশেষং সমাপয়ৎ ॥ ২৯ ॥

তম্—সেই মহর্ষিকে; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা (প্রণতি নিবেদন করে); **প্রসাদ্য**—সর্বতোভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করে; **হয়ম্**—অশ্ব; **আনয়ৎ**—ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন; **সগরঃ**—মহারাজ সগর; **তেন**—সেই; **পশুনা**—পশুর দ্বারা; **যজ্ঞ-শেষম্**—যজ্ঞের শেষকৃত্য; **সমাপয়ৎ**—সমাপন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, অংশুমান কপিলদেবকে প্রদক্ষিণ করে নতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করে অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, এবং সেই অশ্বের দ্বারা মহারাজ সগর অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

রাজ্যমংশুমতে ন্যস্য নিঃস্পৃহো মুক্তবন্ধনঃ ।
ঔর্বোপদিষ্টমার্গেণ লেভে গতিমনুত্তমাম্ ॥ ৩০ ॥

রাজ্যম্—তাঁর রাজ্য; **অংশুমতে**—অংশুমানকে; **ন্যস্য**—সমর্পণ করে; **নিঃস্পৃহঃ**—বিষয়-বাসনা শূন্য হয়ে; **মুক্ত-বন্ধনঃ**—সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে; **ঔর্ব-উপদিষ্ট**—মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট; **মার্গেণ**—মার্গ অনুসরণ করে; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **গতিম্**—গতি; **অনুত্তমাম্**—পরম।

অনুবাদ

তারপর অংশুমানকে রাজ্য সমর্পণপূর্বক মহারাজ সগর বিষয়-বাসনা ও মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভগবান কপিলদেবের সঙ্গে সগর-সন্তানদের সাক্ষাৎ' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।